প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৪

প্রকাশক : শেখর মিত্র মিত্রাণী ৩৮, বাগবাজার স্ট্রীট কলকাতা-তিন

মুদ্রক : প্রাচী প্রেস ৩২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট কলকাতা

আকাশী বা একাদশী তোমাকে

সূচীপত্র

॥ **কথামুখ** ॥

অজয়ের তারুণ্য সুরু শান্তিনিকেতনে। ব্যবহারিক শিক্ষা জীবনে সে ছাত্র হিসাবে যেমন মেধাবী, তেমনি কাব্যের দীক্ষায় নিপুণ পটুয়া। ইতস্তত কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তার ছড়িয়ে আছে। নব্যরীতির চঞ্চল কবিদের সংগেও সম্ভবতঃ তার যোগাযোগ ছিল; কিন্তু তাদের প্রভাব থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল তার কাব্য বক্তব্যে এবং রীতিতে। কিন্তু তখনও তার নিজস্ব কাব্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়নি। কাব্যের অনুশীলনে সে জীবনের বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় কৌতুহলী দর্শক ছিল—কাব্যের দর্শনে স্থির অন্বিষা আসতে তখন তার বিলম্ব ছিল তা অনুমান করা যেত তার কাব্য প্রকরণের অভিপ্রকাশ দেখে।

শান্তিনিকেতনের খোয়াই, উদার বিস্তৃত প্রান্তর এবং সেখানকার কাব্য আবহাওয়া অজয়ের মানস গঠনকে ধীরে ধীরে একাগ্রমুখী করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কবিতার শিল্প সৌকর্য্য, জীবন চৈতন্যের বিস্তৃত বিন্যাসে লাল মাটির রুক্ষতা বিস্ময়কর বৈচিত্রে অজয়ের কবিতায় সুষম হয়ে উঠেছে। কবিতার অক্ষিমণ্ডলের দৃঢ় অন্বয়ে সে নিজেকে গ্রথিত করেছে একান্ত স্বকীয় কাব্যভংগীমায়।

অজয়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মেঘের শিবিরে'। উক্ত কাব্য গ্রন্থ মূলতঃ তার কবি জীবনের প্রথম ভূমিকা। যে কবিতাগুলি 'মেঘের শিবিরে' কাব্য গ্রন্থে সংযোজিত সেগুলি অজয়ের কাব্য ব্যঞ্জনার মৌল প্রাণ প্রবাহের ক্ষুদ্র তবংগ মাত্র।

সাম্প্রতিক কালে যে কয়জন তরুণ কবি লিখছেন অথবা ভবিষ্যতে কবি হিসাবে বাঁচবার জন্য আপ্রাণ কাব্য সংগ্রাম করবেন—এই মুহূর্ত্তে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া কঠিন—অজয়ের স্থান তাদের মধ্যে কোথায়? তবে অজয়ের যে বিশ্বাস-বোধ অর্থাৎ কবিতার সমীকরণে অনীহা প্রকাশ, সেইটি অন্ততঃ এই আশা জাগায় অজয় কবিতার সদসদজ্ঞানে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কবিতার সিঁড়ি বেয়ে পাঠক সমীপে নিজেকে পৌছে দিতে পারবে। এই কথা বেশ কিছুদিন পূর্বে একটি দৈনিকে সাম্প্রতিক কবিদের উপর ধারাবাহিক আলোচনা করতে যেয়ে অজয়ের সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলাম, শ্রীনিকেতনের কাছাকাছি খোয়াই লাল পাথুরে মাটির নিবিড় সৌহার্দ্যে তার কাব্যমানস প্রভাবান্বিত হওয়া অসম্ভব নয়। নৈসর্গিক চিন্তা সৌকর্যে তার কাব্যসৃষ্টি ক্রমপরিণতির সুগ্রন্থন ঘটবে বলে মনে হচ্ছে। আধুনিক তারুণ্যের উষ্ণতা তার কবি মনের অন্যতম সর্ত্ত হিসাবে দেখা গিয়াছে তার কবিতায়। অভিজ্ঞতার স্থির অন্বিষায় তা বিশ্বাসের প্রত্যয় না হলেও আত্মবিলাপের অপলাপ কোথাও ঘটতে দেননি; বরং সংহত সংযমে কবিতার যে মায়াময় চিত্রকল্প রচনা করেছেন; তা কাব্যব্যঞ্জনায় কবিকে নির্দিষ্ট একটি সারিতে ভবিষ্যতে স্থান করে দেবে।

প্রারব্ধ বেদনায় মৃত্যুকে স্বীকার করার দর্শনে মানবিক সত্যানুসন্ধান

কবিকে নববোধের আলোকে উজ্জ্বল করে তোলে। অকৃত্রিম স্বপ্ন সম্ভাবনায় কবির হৃদয়াবেদনে আবেগ ধীর প্রাজ্ঞজনের নীরবভাষ্যে এক জীবন দর্শন গড়ে তোলে। জীবনের বীক্ষণাগারে অণুর পরিদর্শন নৈরাশ্যের দীর্ঘ ইতিবৃত্ত নয়। কবি তার নিজস্ব পরিভূমিতে আপন স্বত্বাকে নিরালম্ব শূন্যতার সমীকরণ ঘটাতে উদ্যোগী। ইন্দ্রিয়তার সমস্ততীক্ষ্ণতা নিয়ে কবির মন স্পর্শ কাতরতায় মগ্ন। কবি চিত্রকল্প রচনায় যে ভাব রং ব্যবহার করেছেন তা অতীব দ্রুততালে হলেও পাঠকের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। জীবনের শূন্য তিমির ধারার অবগাহনে যে শ্বেত বিন্দুর পরিক্রমা ঘটে তা যেন কবি তুলির রংয়ে খুঁজে পেয়েছেন।

জীবনে যখন আবেগ বন্যা তুলে বিপর্যস্ত কবির মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কবি তখন একক নিঃসঙ্গতায় শব্দের ছবি খুঁজে বেড়ায়। অস্থির ভ্রমণের অন্বেষণ, মনের নিঃস্ব হাহাকার, প্রকৃতির বিপর্যয়ের সাযুয্যতায় সঙ্গীতের যে মূর্ছনা তোলে তা কবিতার চিত্রধর্মে নবদীক্ষা ঘটায়। বোধির অন্বিষার অভিজ্ঞতা কবি ধর্মকে মহত্তম চৈতন্যের উত্তরন ঘটিয়েছে। উদাসী কবি-মন পোয়েটিক কনফেসনে বিধৃত : তখন নিঃসন্দেহে কয়েকটি সত্য কবির মনকে উদভ্রান্ত করে তুলবে। উচ্চ কণ্ঠের আলাপে আসক্তি না থাকুক; অন্ততঃ কবি অজয় সেই পারমার্থিক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী নন, তত্রাচ ঘরোয়া আলাপে স্বগতোক্তি করার বাসনা থেকে মুক্ত নয়। কবি আপন আলাপে মুগ্ধ; হয়ত কিছুটা শিহরিত।

অজয়ের "মেঘের শিবির" কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত কবিতাগুলি তার কাব্যিক মননের প্রাক্-চৈতন্যের সূচনা, অথবা পরিশীলিত কাব্য-চর্চ্চার অনুশীলন বললে অসমীচীন হবে না। জীবন বোধের সংগে কবিতা সৃষ্টি এমন এক নিরালম্ব রেখায় অবস্থিত যেখান থেকে কাব্য-পাঠক তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণের সাহায্যে কবিকে বিচার করেন। অজয় সেই রেখার একটি বিন্দু থেকে কবিতাকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলছে। 'মেঘের শিবিরে'র কবিতাগুলি অজয়ের কবিতার যে পরিমণ্ডলের স্বাক্ষর—'আলো আমার' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'রবীন্দ্রনাথ' নিঃসন্দেহে তাতে তার মানসিক প্রবণতারই প্রকাশ।

অজয়ের কবিতায় তার স্বল্পবাক, লাজুক, বিনম্র ভংগী খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত ভাবে অজয় তাই। শান্তিনিকেতনের অজয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অজয়, দু'জনকেই স্বতন্ত্রভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। বিষণ্ণ প্রেমের যন্ত্রণায় সে কখনো ম্লান, কখনো বেদনাহত। সেই যন্ত্রণা আর বেদনা আছে বলে সে শুভ্র এবং স্নিগ্ধ। অজয়ের কবিতায় তাই শিশিরে সিক্ত বকুলের সৌরভ তার পাঠককে মুগ্ধ করে।

শংকর মিত্র

রবীন্দ্রনাথ

একটি চড়ুই দেখি রৌদ্র খায় ছাদের কার্নিসে
আমি শুধু চেয়ে থাকি সকালের আবৃত সবুজে
মাঠের মেচেতা বুকে ছায়াদের লাভবান দ্বীপ
আলপনা সাজিয়ে রাখে, অলংকৃত দোয়েলের শিষে
ছায়া দোলে হাওয়া দোলে চিরন্তন রক্তের ভেতরে।

আভরিত এ নিখিলে সমবেত বন্ধুগণ শোনো—
সৌন্দর্যের পান পাত্রে বেদনায় বিবর্ণ দিল্লীর
প্রাচীন বীরের মত পলাতক অশ্বটিকে খুঁজে
হাওয়া, অশ্বটুই অর্থহীন, গাছের শহর
অসম্ভব দ্যুতিময়, চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি কখনো কখনো।

এখনো রঙিন কেন হে আমার বয়সে প্রবীন!

বেতারে সংবাদ এলো আজ খুব ঝড় বৃষ্টি হবে,
ঝড়, বৃষ্টি, অন্ধকার চিরকাল ক্রূর দার্শনিক—
যাবতীয় গোপনতা ঢেকে রাখে, (মনে মনে আনত আভূমি),
অন্ধকার বিছানাতে ঝিকিমিকি শস্যের ঝিলিক।

অথচ জীবন শুধু কথামালা, প্রবন্ধ কঠিন,
নির্জনে ঝিনুক পাত্রে বন্দী যেন সামুদ্রিক লাজ—
শব্দের বাসনা তীব্র প্রচলিত কাম্য উৎসবে
স্বরলিপি সুর দিয়ে বৈতানিক, ভরে দাও তুমি।

মহাকাব্যময় হোক সাবালক মৃত্যুর সমাজ।

১লা জানুয়ারী : আমার জন্মদিনে

আকাশ যদিও নীল কুয়াসায় ঢেকে গেছে দীপ্ত পটভূমি
অতীব সকালে শুধু কাকের সাইরেণ
চতুর্দিক ভরে দিলো কর্কশ আওয়াজে
যদিও সমস্ত দিক অতিরিক্ত গ্লানি
কুয়াসার বুক চিরে তবু চলে ট্রেন।

কখনো থামবে না জানি ট্রেনের এ অবিরল চলা
সর্ব্বদা ট্রেনের শব্দে সময়ের হৃৎপিণ্ড বাজে
জন্ম মৃত্যু ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রমাগত মনুষ্য সমাজে
ট্রেনের ধুসর ধ্বনি এবং সময় রবে চিরকাল।

আজ আমার জন্মদিন।
মনে পড়ে, দিল্লী হাওড়া এক্স-প্রেস ছাড়ার আগে
অল্প একটু নীচু করে গলা
বলেছিলে "আগে থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালাম।"
তারপর চপলতাহীন
ঘাড় নেড়েছিলে পরিচ্ছন্ন আলোর সোহাগে।
তোমাকে পড়লো মনে, জীবনের দৃশ্য অভিরাম
জ্বলুক বিচিত্র বর্ণে রামধনু মনের দেরাজে
তোমার মুখশ্রী সহ চেতনায় উদ্ভাসিত সমগ্র সকাল।

সব ছেড়ে দিতে পারি

সব ছেড়ে দিতে পারি যদি জাগে ত্যাগের বাসনা
মনের গভীরে এক তেজদীপ্ত তরুণ সন্ন্যাসী
অতীত দৃষ্টান্ত সহ অন্ধকারে বিচ্ছুরিত সূর্যের মতন।
এই ধরো আমাদের প্রেম এতো হাসাহাসি
তোমাকে সম্পূর্ণ আমি ছেড়ে যেতে পারি যখন—তখন।

তোমার উপেক্ষা মাঝে মাঝে কষ্ট দেয় বড়
এত বক্র কেন হও তুমি, অন্য ছেলের সংগে কথা বলা
মনে হয় শমীবৃক্ষে তীরধনু রেখে যেন তুমি বৃহন্নলা
আমাকে ভোলাতে চাও নীল আকর্ষনে, কেবল আঁচড়গুলি
বিষের তীরের মত হৃদয়ের উপবনে বহ্নি জ্বেলে দেয়
কেন তুমি মনে করো আমি দীন অতিশয় হেয় ?
কতবার ঘোষণা করেছি, আমার হৃদয় জেনো সম্রাটের মত
পৃথিবী মন্থন করে মরকত-সোণা
হৃদয় সাম্রাজ্য আমি বহুযত্নে করেছি রচনা
যার পরিচয় শুধু একান্ত অনুভবে ক্রম-বিকশিত।

সে গান গেয়েছ শুধু তরীতে পা দাও নাই তুমি
ঠিক আছে ;
সে গান ছড়িয়ে দিও ঝাউবনে আমলকী গাছে।
যদি আমি দূরে যাই হৃদয়ের সমস্ত দেনা
কখনো কি শুধতে পারো ?
অথবা, সমুদ্র তরঙ্গ দেখে কখনো কি ভাবতে পারো
ওইগুলি ঢেউ নয় অন্তরের দীর্ঘ আর্তনাদ
তোমার ছলনা থেকে বয়ে আনে ঢেউয়ের আবাদ ?

হৃদয় ! সমাধিতলে কেন হবে ক্লান্ত মরুভূমি ?

স্মৃতির জন্যে

তোমার ছলনা দেয়নি তো মনে দোলা
পার হতে হতে শুধু লছমন ঝোলা
প্রখর রৌদ্রে জ্বলেছিল তুটি মনি
এখানে ওখানে পাথরে প্রতিধ্বনি।

আমি ত চেয়েছি ক্লেংকার মরুভূমি
বেদনার মুখে লবনের ঝুম্‌ঝুমি
বাজালে না কই তুমি ?
তুহাতে ঝরালে পেখমের মৌসুমী।

লতা পাতা ফুল টুকটাক্ কলরব
যত রোদ রঙ জীবনেই সম্ভব
যখন তখন যে কোনও খাসদিনে
গাঁথা হবে প্রেম হৃদয়ের আল্‌পিনে।

সমুদ্রে আমি যাইনি অনেকদিন
বুকের রক্তে সমুদ্র উত্তাল
সে রক্তে ভাসে তুরন্ত বেতুইন
ঝিকিমিকি জ্বলে ঝিনুকের কংকাল।

বসন্তের কবিতা

দক্ষিণদিকে গোলমাল করে হাওয়া
হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসে অনুভূতি
টেবিলের খোলা কাগজ পত্রগুলি
এলোমেলো হল, কঠিন প্রতিশ্রুতি।

শুধু হাওয়া নয় একরাশ চুল উড়ে
মন উড়ু উড়ু চাই চাই-ই বিশ্রাম
বুকের রক্তে রঙিন চরকি ঘুরে
অতনুর তীরে পুড়ে খাক্ হয় ট্রাম।

দড়াম শব্দে ভেজানো কপাট খুলে
ঘরে এসে ঢুকে অগনিত নীলপরী
কে ভেঙেছে যেন শুভ্র কাঁচের চুড়ি
প্রতিদানে চায় কবিতার মঞ্জরী।

শুধু হাওয়া নয় সংগীত ভেসে আসে
রক্ত মাতানো অসহ্য মার্চ মাসে।

শর সন্ধান

আকাশ এখন ছুটির মতন নীল
পুষ্পিত শাখা শীতের হিসাব সারা
কলরব করে মার্চের মঞ্জিল
মন শুধু বলে, তিল পাড়া তিল পাড়া।

চিঠি ভেসে আসে প্রজাপতির হাটে
পেরিয়ে পাহাড় গোলাপী মশানজোড়
উচ্ছ্বাসগুলি বিদ্যুত হয় লক্ষ কিলোয়াটে
হাত ধরে বলি, তুমি চোর, আমি চোর।

সূর্যের হাওয়া দেয়ালে ধাক্কা লেগে
কবিতা যোগায় শূন্য কাঁচের গ্লাসে
কুমারী মেয়ের চোখের কাজল ভেঙে,
উৎসবগুলি জড়ো হয় মার্চ মাসে।

মঞ্জরী ছিঁড়ে ময়দানে একতারা
কোকিল কাঁদিছে ঝোড়ো জ্যোৎস্নার ডালে
শহর ছাপিয়ে ডালিয়া মশাল জ্বালে
মন শুধু বলে, তিলপাড়া, তিলপাড়া।

তুমি নীল ঢেউ

জানালাটা খুলে দিতে দিতে রোদ শিশুর মতন
শীতের সমস্যাসহ ঘরে এলো নীল ভোরবেলা
একফালি হাসি যেন শাঁখ-সাদা হাতের দোহন
আকুল করলো দেহ, এই রোদে কাগজের ভেলা
ভাসাতে ইচ্ছে হলে অকস্মাৎ দেখি
ঘরের ফ্যানের ওপর একজোড়া সংসারী চড়ুই
কিচির মিচির শব্দে আর্তনাদ বয়ে আনে একি,
সে শব্দে হৃদয় গলে দুধে সেদ্ধ নরম সামুই।

ওদিকে সবুজ গাছে প্রফুল্লতা জল তরংগ বাজে
তোমার ফর্সা ঠোঁটে অল্প একটু রঙের আভাষ
হঠাৎ আকাঙ্ক্ষা ফোটে, বিদ্যুতের আলোর আওয়াজে
রাত নটার মাল কাফে কিছু নারী কিছু ইতিহাস
পাশাপাশি হাঁটলে কেন, দুঃখ আসে শুধু কেউ কেউ
সজোরে পাথর মারে এই ভোরে তবু তুমি ধূপ
তুমি নীল ঢেউ।

নক্ষত্রের দিকে

অসময়ে কেন ডাক দিলে কার্তিকের শীর্ণ হাওয়ায়
ঠোঁটে ঠোঁটে বেজে ওঠে আর্তনাদ জলের মতন
পলাতকা নারীর শরীর, বিচ্ছিন্ন করেছে তাকে কেতকীতলায়
সময়ের হায়না ঘেরা দাঁতে, কার্তিক এখন
যন্ত্রনার পাঁপড়িগুলি ভোরবেলা দু'হাতে ছড়ায়
সব গান ফিরে আসে ঝাউবনে ব্যস্ত মোহনায়।

সময় পিঁচুটি কাটে, দুইচোখে ভোরবেলা দেখি
গলিত মোমের মত কুয়াসার ঘ্রাণ
বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে মই দেওয়া কাশের বাগান
সারি সারি পড়ে থাকে, দু'একটি মাছ রাঙা পাখি
খুব ভোরে উড়ে গেল বহু মূল্য ছাইদানি নিয়ে
মানুষ হয়েছে ছাই সিগ্রেটের বোরখা মুখে দিয়ে।

তবু কেন খুঁজি তাকে কেন মাপি তাহার দ্রাঘিমা
সৃষ্টির ভেতরে তবু উজ্জ্বল পারাবত খেলা করে
প্রদীপ নিভলে তবু প্রেম প্রীতি মানবতা ক্ষমা
লেখা হয় পূর্ণবার স্বাধীনতা সোণালি অক্ষরে।

লাল কেল্লা

সীসল ধোঁয়ার মধ্যে ডুবে আছে লালচূড়াগুলি
রিক্সো বাস-টাঙা সব বিকশিত ধোঁয়ার আশ্রয়ে
বিষণ্ন ঋতুর মত রোজ ওঠে, কেবল রুটির জন্য চুলোচুলি
ফুটপাতে কতিপয় ব্যস্ত মানুষ, লালকেল্লা দূরে
স্থিতধী ঋষিটি যেন চিরন্তন সাক্ষীর মতন,
দূর থেকে দেখে মনে হবে শুধু লাল, রক্তলাল
বুকের পাথর সজোরে ছিনিয়ে এনে বিপদের ক্ষণ
ঢেকেছেন বাদশাহ, চোখে তাঁর জ্বলছিল আলোর মশাল।
অথচ সবুজ ঘাস হৃদয়ের দীর্ঘ বনভূমি
অকাতরে বেড়ে ওঠে, ভেতরের শ্যামল ছায়ায়
গেলে শুধু রক্ত তোলপাড়, কোথা তুমি, কোথা তুমি।
লালকেল্লা লাল নয় এর-ও আছে স্বপ্নিল হৃদয়
বড় দীর্ঘশ্বাসে এর-ও প্রতীক্ষার বেলা বয়ে যায়
তারা ঘেরা নীলাকাশে আমি খুঁজি তার পরিচয়।

কোন এক ক্লান্ত তরুণীকে

কবরের থেকে কথা বল কেন তুমি
কথার সংগে সমগ্র মাদকতা
ঘননীল চোখে এশিয়ার মরুভূমি
তৃষ্ণা কাতর পপলিন বনলতা।

জানিনা কখন কবরে গিয়েছ নেমে
বৃষ্টি সমেত সুরভিত দেহমন
শাড়ির আঁচল জড়িয়ে স্মৃতির ফ্রেমে
তুমি কি আননা পৃথিবীর যৌবন।

ভুলে গেছি সব কী যে তুরন্ত হাওয়া
সাগরের ঢেউ-এ বাজায় বাঁশের বাঁশি
রক্তের স্রোতে হাঙরের আসা যাওয়া
শুধু বলে যায় ভালোবাসি, ভালোবাসি।

সুমিত্রা, তুমি ছিন্ন হয়েছ মেঘে
পাথরের বুকে তাই সংগীত জাগে
দোপাট্টা ওড়ে হাজার সজারু বেগে
গোলাপের চোখ রাঙে কার অনুরাগে।

হৃদয়ের বিপক্ষে

এখনো নদীর গায়ে লেগে আছে সিঁদুরের আভা
ও কেবল নদী নয় নদীয়ার মনের আকাশ
লালরঙে ফুটে ওঠে, আগ্নেয়গিরির লাভা
মিশে গেছে আবীরের বুকে তাই ছুরে তামাপড়া ঘাস
খররৌদ্রে ঝলসিয়ে চমকিত স্বরে
বলে গেল, বাজু-বন্ধ বিকশিত লালনীল ঘরে।

তোমাকে বাসলে ভালো তাই আমি শেষ হয়ে যাই
মনে হয় পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আর কিছু নাই
কাব্য বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি শুষ্ক লাগে খালি
মনে হয় দেয়ালের খসে পড়া ঝুর্‌ঝুরে বালি
জীবনের দৃশ্যপটে অবিরাম ব্যর্থতা বিছায়
কালো ধোঁয়া হাই ভাঙে, অসময়ে দিনের চিতায়।

তবু মনে প্রশ্ন জাগে, ধ্রুবতারা কেন জাগে
প্রতিদিন দেহ তার কেন পাল্টালো না ;
কেন এই সৃষ্টিশীল হৃদয়ের সোনা
বিছালো রাক্ষুসী প্রেমে কার অনুরাগে !

রোমিলা, রোমিলা

গতকাল মধ্যরাত্রে প্রজাপতি এসেছিল এক
শুধু প্রজাপতি নয়, কিছু ফুল, ফুলের সংবাদ
সারা ঘর ভরে দিলো, বেদনার তীব্রতম শোক
ঢেউ দিলো, নেড়ে দিলো তার স্বরে আপাদমস্তক
হঠাৎ উঠলো জ্বলে অন্ধকারে সৌন্দর্যের স্বাদ।

যাকে শুধু ভালোবাসি তার চুল মুখে এসে পড়ে
সেই গন্ধ সেই দাহ যন্ত্রণার মৃত্যুর মুখ মুছে দেয়
মৃগনাভি ছায়ার আড়ালে জীবনের সমস্ত প্রদেয়
ঢেলে দিয়ে ফিরতে চাই রোমিলার শক্তিনগরে।

আমি জানি নারীদেহ মূল্যহীন, কুণ্ঠাহীন
সব সুরা লুটতে পারি কতিপয় ধারাল চুম্বনে
তবু সেই প্রাথমিক চোখাচোখি দর্শনের লীলা
স্বর্গীয় ঐশ্বর্য আনে, আনে দাহ রঙিন আশ্বিনে
এক জোড়া নীলচোখ, অন্ধকারে ডেকে উঠি
রোমিলা, রোমিলা

দুটি কবিতা

এক : হৃদয়ীকে

আমাকে ফিরালে কেন অসময়ে প্রেমিকার মত
সেই ভালোছিলো যদি কনটের আয়ুর ভেতরে
খেতাম লোহিত বর্ণ, গেলাসের গভীরতা যত
সেই ভালো ছিলো যদি হাঁটতাম বারুদের ঘরে।

আমাকে ফিরালে কেন হে আমার নীল শোভনতা
তোমার মুগ্ধ ডাক হৃদয়ের মাধবী বিতানে
সাজারে হাতুড়ি মারে, শব্দ করে গাঙ গহীনতা
তুমি ত জান না সে—আমি জানি বেদনার গানে।

আমাকে ফিরালে কেন বলো তুমি কি দেবে আমাকে
দিল্লীর রুক্ষ পথে কিছু আলো কিছু অবসর
আমাকে দিওনা শুধু. বেদনায় ছবি আঁকি যাকে
সে কেন এমন বক্র, এত তীক্ষ্ণ কথার পাথর
কেন তুমি মাঝে মাঝে মারো, তুমি কি জান না
ভীষণ ক্লান্ত আমি, বেশী জ্বালা সইতে পারি না।

দুই : সমীক্ষা

তুমি কি আমাকে ভাবো, মাঝেমাঝে মনে হয়, 'না' ;
আমাদের বলতে নেই, এমন দায় সারা কথা প্রায়-ই শোনা যায়
অথচ আমাকে দেখো নিঃসংকোচে দিতে পারি হৃদয়ের সোনা
তোমার দাঁতের সাথে হাসিটিকে দারুন মানায়।

কেন বা এতোই হাসো এতো হাসি সইতে পারিনি
কেননা এ হাসি শুধু হৃদয়ে সৌন্দর্যের যন্ত্রনা বাড়ায়
ঠোঁটে রঙ মাখো কেন, এতো রূপ কখনো দেখিনি
মসে হয় যদি একে আজীবন সংগী করা যায়।

বুকের ভেতবে শুধু যন্ত্রনার তোলপাড় চলে সারারাত
ঘুমের ভেতরে তুমি, স্বপ্নে তুমি নীলকণ্ঠ পাখি
বয়ে আনো স্মৃতি, প্রেম, স্মৃতির করাত
স্বশব্দে হৃদয় চিরে, প্রতিটি মুহূর্ত আমি রক্তে মাখামাখি।

সকালের কবিতা

বড় ভালো লাগে এই সকালের বৃষ্টিভেজা রোদ
ছ'চোখে মাখানো তার অনাগত দ্বীপের বিস্ময়
যেদিক ইজ্জত বেয়ে ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত মন্ত্রের সরোদ
এ মুহূর্ত নীল হল ঝিনুকের মত দ্যুতিময়।

দেখেছি ছ'ঠোঁটে রঙ বিস্তারিত হাঁসের মতন
জ্যোৎস্না মথিত করা নিরপেক্ষ ফুল্ল অভিসারে
ভেসে যায় নাগরিক মন, স্বপ্নিল গাছের ছায়া এক নির্জন
আবক্ষ পেলে সব কিছু ভেসে যাবে তীব্র হাহাকারে।

জলের ক্রীড়ারা শুধু চিরদিন শিশু থেকে যায়।
মধ্যাহ্নের দীপ্তি কিংবা বৈশাখের আসন্ন প্রতিভা
সহসা উৎসাহী হলে শ্রেণীবদ্ধ পাখির ডানায়
মেঘেরা মহিষ নদী, সদম্ভে গর্জন করে অরণ্যের বিভা।

গলানো পারুল রোদে ডুবে আছে শেফালির ডাল
যন্ত্রনা কবিতা এবং কুমারী মেয়ের মত অবিদ্ধ সকাল।

অনন্যা

তোমাকে হারায়ে খুঁজি অগনন ছায়া পরিবৃতা
কখনো বা অনুদ্ভাস আলোর আঁচলে
পাহাড়ের সব রঙ শান্ত হয়ে এলে
তোমার মুখশ্রী ভাসে নির্বাচিত প্রেমের কবিতা।

তোমাকে দেখিনি আমি ফার্ণেসের ধুসর ছায়ায়
কিংবা স্টীলের ঘামে চক্‌চকে উজ্জ্বল সফরী
মিজস্ব খুশীর নৃত্যে রঙ্‌চটা মিলিত সংসার
অথবা পালিশ মেখে তাজমহল হোটেলের রাত্রি সহচরী।

প্রতিদিন ভোরবেলা শিশিরাশ্রু বাগান আমার
নির্জন নীল ঢেউ মেখে কি সুন্দর পবিত্রতা চায়
গোলাপের কুঁড়িগুলি ঠিক যেন স্বর্ণময়ী সীতা
তোমার মুখশ্রী ভাসে নির্বাচিত প্রেমের কবিতা।

এখনে আকাশ

এখানে আকাশ বাঁধানো দাঁতের সারি
খোলা চুলগুলি পোড়া মোবিলের মত
কৃষ্ণপক্ষে ডুবে গেলে ঘর বাড়ি
জোনাকির দেহে ব্যথা জ্বলে প্রধানতঃ।

যে মেয়ে হারানো নগরের প্রয়োজনে
থিয়েটারে ক্লাবে অথবা মিউজিয়ামে
তার চোখ ভেঙে ছায়া ভাসে অংগনে
স্বপ্ন দেখে সে দুপুরের কোনও ট্রামে।

এখানে আকাশ বাঁধানো দাঁতের সারি
খোলা চুলগুলি পোড়া মোবিলের মত
বিকেলে ডালিয়া সেজেগুজে আসে ভারি
জারুলের ডালে রঙগুলি সম্মত।

বিকালের ভূমিকা

তোমাকে বিকেল দেবো আণবিক অভিজ্ঞান থেকে
সবিনয়ে ঝরে যাবে দুপুরের রক্তজবাগুলি
অমিত বিক্রম কোনো সূর্যের লিপ্সা দেহে মেখে
ঢেলে দেবে অতিরিক্ত মহাজনী প্রসন্ন শিউলি।

আমার বুকের রুচি বিকেলের উৎসারিত সমূহ সম্পদ
সবুজ দ্বীপের নীলে পেঙ্গুইন মুখ তুলে থাকে
রোদের ক্ষিপ্রতা কিংবা জলের ঐশ্বর্য যত সব
মহুয়ার গাঢ়রস সন্তর্পনে ঠোঁটে ধরে রাখে।

তোমাকে বিকেল দেবো, কেননা বিকেল পেলে
জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রকৃত বাগান, পুষ্পগুলি
অর্থাৎ আমাকে পাবে সম্মিলিত নখর হত্যায়
প্রশ্নোত্তর সমাধানে, জলে ঊর্ণাভ ঝিলমিলে।

প্রতিভার শব ভাসে নির্বিরোধে বিনা ভূমিকায়
প্রেম, তৃষ্ণা, কুয়াশায় মুখ নাড়ে নিগূঢ় অংগুলি।

সিন্ধু সভ্যতায় অনাবৃত মুখ

এত শব্দ কোথা ছিলো অরণ্যের বিপুল গৌরব
কে যেন রেখেছে ধরে বৃক্ষের সুমুদ্রিত মর্মরগুলি
পরিমার্জিত সংকলন, এ যুগের দক্ষ কুশীলব
ভায়োলিনে সুর তুলে, মগডালে নাচায় বুলবুলি।

মুঠো মুঠো বালি দিয়ে স্বরচিত ঘরের নির্মিতি
কিংবা মসৃণ তীরে দৌড়ে গিয়ে হাত ধরে ফেলা
আমার বৃক্ষেরা ছিলো পত্র পুষ্পে সুশোভিত খেলা
হাজার হাজার বছর ভস্ম, ভ্রূণে শেকড়ের দীর্ঘ পরিণতি।

মহুয়া, তুমি তো শুধু আজিকার মেহগনি নও
কাঁপায়ে যাও না তুমি জ্যোৎস্নার প্লাবন এবং বাতাস
মগজে ঢেউয়ের মত বক্র ইংগিতময়তা-ও
যৎসামান্য ; ঢেউ, শব্দ এবং বায়ু, তুমি ইতিহাস।

এত শব্দ কোথা ছিলো, এতো জ্যোৎস্না কোথা ছিলো
আমলকী ফলের গায়ে এতো তৃষ্ণা কোথা ছিলো
চোখের বলায় কেন আলো জ্বালে নক্ষত্র সমিতি।
মহুয়া, তোমার আমার প্রেম পৃথিবীর প্রথম কবর
অর্থাৎ তরুণবৃক্ষ সম্প্রোথিত তৃষ্ণার তিমির
মৃত্তিকা দিয়েছে তাকে সুরক্ষিত কর্মীর প্রহর
রাণীগঞ্জ ঝরিয়ায় প্রতিকৃতি ভাসে, শিল্পের উজ্জ্বল প্রস্তুতি।

সভ্যতা রেখেছে ধরে অনাবৃত মুখের শিশির।

রত্রির সনেট

রাত্রি যদি অবিশ্রান্ত সাময়িক অভিধান খুলে
দেখায় রঙিন চিত্র কিংবা কোন সময়ের শব
ভেসে ওঠে বিষণ্ণতা দ্রৌপদীর একরাশ চুলে
তাহলে সমীক্ষা নিয়ে ফিরে যাবে প্রথম পাণ্ডব।
বুকের ভেতরে কোনও সুগভীর প্রতিশ্রুতি নেই
যার প্রতিবিম্ব কভু অনায়াস নির্জন দর্পণে,
সমস্ত রঙের খেলা সায়াহ্নের নিহত গর্বতেই
অভিজ্ঞান শূন্য আমি, কে চেনাবে কার প্রয়োজনে।

সামনে প্রবীণ রাত্রি, কয়েকটি কণ্ঠস্বর
নির্বাচিত, পরিচিত, দার্শনিক ঝিঁঝিঁর সংগীত
মাঝে মাঝে দু'একটি আর্তনাদ সমন্বিত
কুকুরের নিস্ফল প্রয়াস শুষে নেয় জান্তব প্রহর।
বিদ্ধ যীশুটি দোলে, দীপহীন স্থির বাতায়নে
অভিজ্ঞান শূন্য আমিকে চেনাবে কার প্রয়োজনে॥

শকুন্তলাকে দু'টি কবিতা

(১)

আমাকে দিয়েছ আলো দিগন্তের সংঘটিত লাল
এখনো নখের কোণে জলের যন্ত্রণা, অকাতরে
অন্যতর ভৌগোলিক বৃত্তান্তকে পাবে বলে
এখনো অজস্র রোদ আত্মার সোনার মত গলে।

সমুদ্র দেখিনি কভু, শৈশবের ঘন-ঋজু শ্যাওলার ঘরে
মাঝে মাঝে বিচ্ছুরিত গর্জনের বিভা
ছুঁয়েছে ঠোঁটের রেখা, রিক্ত—ঠাণ্ডা ঠোঁট চুমি'
দেখিয়েছে অলৌকিক নিজস্ব প্রতিভা।

এখনো অনেক ভাবি তাল তাল ফেনপুঞ্জ
উদ্বাস্তুর স্বরচিত পুনর্বাসন বানালে কেমন হয়
শংখমালা নীলাভ ঝিনুক, সাধের বেতসকুঞ্জ
অকস্মাৎ পিকাশোর বিদ্যুত চমকালে কেমন হয়
বলো সমুদ্র দেখাবে কবে এ যুগের শকুন্তলা তুমি,
ফিনিক্স-এর ভস্ম থেকে কবে দেখবো তরুণ সকাল।

(২)

তুমি তো বলোনি কথা কিংবা কোনো চোখের ইংগিত
আমাকে ডাকেনি দূরে কলংকিনী সন্ধ্যার তারাটি
রাত্রির সমুদ্রে শুধু দুঃসাহসী বিষণ্ণ নাবিক
রক্তাক্ত সৈকত ছেড়ে ভেসে গেছে দয়ালু তরীটি।

তোমার সংক্ষিপ্ত দেহ যা এখনো হয়নি বিবৃত
গেলাসে রোদের তৃষ্ণা, তৃষ্ণা, তৃষ্ণা তারো চেয়ে ঢের
মসৃণ চিবুক ছুঁয়ে অযুত প্রদীপ তীব্র অনালোচিত,
চিরকাল তুমি রবে শহর নগর কিংবা বন্দরের।

শান্তিনিকেতনের বিকেলের নম্রনীল রোদের মতন
শকুন্তলা, তোমার পুষ্প সুরভিত মন!
রাত্রি নিবিড় হলে সুগভীর উজ্জ্বল আকাশে
তোমার চিকন চুলের প্রতিক্রিয়া ভাসে।

উন্মাদ স্রোতের মত ভেসে যাওয়া জীবনের নীতি
দুহাতে সরিয়ে বঁইচি, ঝাউ এলোমেলো চুল
তবু-ও বন্দরে এসে কিছু থামা কিছু চোরা স্মৃতি
শকুন্তলা, শিকার বাগানে এলে দেবে না কি স্নিগ্ধ বকুল!

আকাশ অনেক দূর সূর্যতারা গহন তিমির
আপাত বিশাল ঠেকে মানুষের গ্রামাতুর চোখে
একদিন সবকিছু মৃত্যুমুখী হবে জীবনের অত্যাশ্চর্য শোকে
তবু সব নৃত্য শেষ হলে জেগে রবে তোমার শরীর।

বৈশাখী পূর্ণিমা : ১৯৬৪

সকলে ঘুমায়ে গেছে পৃথিবীর নিঃস্ব প্রেক্ষাপটে
আলোময় হবে বলে কিছু কিছু জরাজীর্ণ চতুর জোনাকি
আকণ্ঠ সাঁতার কাটে মধ্যরাত্রে বিমল জ্যোৎস্নায়
বুঝি বা সমস্ত পাওনা বুঝে নেবে যাহা ছিল বাকি।

নিবেদনে লজ্জা নেই চতুর্দিকে প্রবল আগ্রহ রটে
কি সুন্দর বনস্থলী বিগলিত স্তন্যে ভেসে যায়।
একেলা জাগিয়া আছি মথিত শব্দের উচ্চারণ
দূরে কাছে কেউ নেই শুধু দু'একটা প্রবীণ কুকুর
ধ্যানস্থ প্রহর ভাঙে ঝিঁঝিট খাম্বাজ রাগিণীর সুর
ত্যাগ প্রেম ক্ষমা এদের সান্নিধ্যে কবে আলো হব হে মহাজীবন!

এই জ্যোৎস্না ভালোবাসি হাজার হাজার বছরের এই স্মৃতি
দুর্মূল্য অভিজ্ঞতা, খুঁজে পাই নবলব্ধ বিপুল বিশ্বাস
জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভাসে সাদাহাতী, সারসের ফুল্ল কলগীতি
রৌদ্র দগ্ধ পথ বেয়ে ধরা দেয় চৈত্রের অন্তিম বাতাস।

বেদনার বলাকারা

আকাশের মহিমায় যদি কিছু বিদ্যুতের সম্ভাবনা থাকে
তাহলে আমাকে দিও অংশগত মৌলিক অধিকার
কেননা বিদ্যুত আমি আজকাল বড় ভালোবাসি
দ্যুতিময় রেখা এঁকে নির্বাসিত উজ্জ্বল প্রস্তুতি
আমাকে নির্ভয়ে দিও, নারীর চোখেতে স্তব্ধ শতাব্দী মহিমা
সুরক্ষিত স্বপ্নের আঁধারে নীলরঙ বড় ভালোবাসি।

বেসামাল এ শতকে কিছু কিছু শংখচিল চাই
রক্তমাসে গড়া নয়, সমুদ্রের তুষার ফেনায়
ঝিনুকের তাজ ভাসে সম্মিলিত নীলের যুক্তিতে
বৃষ্টির উৎসন্ন ঘুমে হিজলের সিক্ত প্রতিমা
বার বার ডাক দেবে, উড়ে যাবে পাথর পর্বত।

তাইতো মেঘলা দিনে ভালোবাসি রক্তের নিবিড়
বেদনার বলাকারা বুকের ভেতর থেকে উড়ে উড়ে যায়।

মেঘেরা বিদ্যুত নয়

মেঘেরা বিদ্যুত নয়, মেঘের বুকের এক বিদীর্ণ প্রতিভা
বক্রময় তোলপাড়, আমাদের এ পৃথিবীতে
অনেকে পাহাড়ী নদীর মত হেটে চলে, যদিবা
কিঞ্চিত আলোকরশ্মি সাময়িক মগ্ন ধমনীতে
সুখের বিশ্বাসে জ্বলে ওঠে সহমৃতা নারীর মতন
চিরস্থায়ী প্রকল্প এঁকে বিমুগ্ধ ক্যানভাসে
কেউ তার দাম দেয়, কেউ চায় যুগীয় রমণ

: মেঘেরা বিদ্যুত নয় বেলুনের ফুল্লমালা নির্বোধ আকাশে।

তাজমহল দেখে

এতো শুধু স্বপ্ন নয়, পাথরের প্রথম বিলাস
চিত্রার্পিত কোনো এক হরিণ সকালে
সাগর দেখবে বলে হাই তুলেছিল
এ শুধু দু'টি গুপ্ত সুড়ংগের ইতিহাস।

অনেক বেগুনি বিকেল ধরা দেয়
স্বকীয় ছবিতে,
ধরা দেয় অসহ্য রক্ত বকুল
সবুজ ঘাসের বুকে ধরা দেয় শংখনদী চিল।

আমাদের অনেকের পরিচয় সুচিত্রিত থাকে
শিল্প সংগীত কিংবা কবিতায়,
কিংবা রাত্রির ট্রেনে ঘুমের ভিটায়
সহসা বাতাসে ওড়ে শ্যাম্পু করা চুল।

রক্তের মগজে শব্দ, উষ্ণ প্রস্রবন।
দুন্দুভি বাজিছে বুকে শান্তি উড়ে যায়
উড়ে যায় পরিচ্ছন্ন তাজের পটুতা
জ্বলন্ত যন্ত্রণা মেখে প্রেম পুড়ে যায়
জেগে থাকে অবিকল বেদনা সমিতি।

বন্যা, তুমি-ও এসো
দূরত্ব উড়ায়ে তুমি এসো
ইউক্যালিপটাসের ছায়া জ্যোৎস্না বেয়ে এসো
প্রশস্ত হাওয়ায় ভাসে বকের মিনার।

বাগান কেড়েছে কেউ, চতুর্দিক নিয়ন্ত্রিত চিতা
আমার নখের কোণে তৃষ্ণা জমে আছে
আমার চোখের কোণে ঘানার শিশির........

তাজমহল অনির্বাণ আমন্ত্রন লিপি।

সে মুখ এবং সে দেহ

বুকের ভেতরে এক নৃত্য-গীত মুখরিতা তরুণীর ছবি
রাত আড়াইটার মোগলসরাই ষ্টেশনের গোল গোল
আলো ছুটোর মত মাঝে মাঝে দৃষ্টি হানে,
পর্দার একধার ঘেঁসে উঁকি দেয়, ঢাক ঢোল
বেজে উঠলে হাওয়া হয়, চলে না সে প্রকাশ্য দর্পণে
রক্ত তবু নেচে ওঠে তবু তার পিছু নেয় কোনো এক কবি।

সে মুখ হয়নি আঁকা জগতের সমস্ত কল্পনা
সে ভুরু রয়েছে ঘুমে মোনালিসার ভুরু হীনতায়
সে চোখ গভীর রাত্রে সামুদ্রিক সভ্যতাকে ডাক দিয়ে যায়
সে দেহ শংকরকে চক্ষু মুদে ভোগাবে আরো কতোকাল
সে প্রেম পাওয়ার জন্যে বার বার কৃষ্ণ হবে ব্রজের রাখাল।

সে মুখ এবং সে দেহ শিল্পীর অমনোনীত গভীর বেদনা।

বেবীকে

চেতনার দৃশ্যপটে সে যে এক আশ্চর্য গোলাপ
প্রতিদিন ভোরবেলা বিদ্ধ করে পুষ্পের মহিমা
জানালার নীল পর্দা অন্দোলিত হৃদয়ের তাপ
শরীরে ঘুঙুর বেঁধে হেটে যায় সোনার প্রতিমা।

তোমাকে সাজাবো বেবী, পুঞ্জ পুঞ্জ রক্তের অঞ্জলি
পান্নাময় হবে তুমি পান করে সবুজের হাট
সমুদ্রের শাবকেরা নির্জনতা ভাঙে, শোনো বলি
বিপুল সৌন্দর্যে আমি চিরদিন অটুট সম্রাট।

আমাকে কি দিলে তুমি বিকেলের নিঃস্ব হাহাকার
নীলিমার মূল্য চায় কমলারোদ নম্রতার নীচে
প্রেমের কাঞ্জিভরম্ দোল খায় বুকের পীরিচে
তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি গ্রাস করে দার্শনিক ধুলোর পাহাড়!

হেমন্ত সন্ধ্যায় রচিত কবিতা

জ্যোৎস্না দেখি কথা বলে হেমন্তের আসন্ন প্রসবে
রাত্রি সুধু ছুঁয়ে যায় পৃথিবীর দিব্য কণ্ঠনালী
আলাপের প্রাথমিক মুদ্রাগুলি দেয়ালে চুন-বালি
খসা, অলোকসামান্য কোনও স্বর্গীয় উৎসবে
পায়েল বাজে না দেখে ছিঁড়ে গেল শংখমালা তার।

কে দেবে সুরের ছুড়ো শূন্যতার বিপ্লুত নির্মানে
কাছে গেলে প্রতিধ্বনি, স্মৃতি এবং মেহেরুন্নিসার
প্রসন্ন ছবির দৃশ্য শব্দ করে অভিনব বেতার ভাষণে।

পড়ার টেবিলে আসে সবুজ ফড়িং দূর নক্ষত্রের দুত
রাত্রি লোপাট করে মুঠো মুঠো ক্ষত্রিয় জোনাকি
রক্ত পরিস্রুতি যেন কথা দিলো, আলোর মজুত
বৃত্ত অদৃষ্ট দেখাবে ভেঙে মৃত্যুর চালাকি।

অষাঢ়ের কবিতা

বৃষ্টি আর শব্দ শুনি এদিকে দৈবাৎ
অঝোর কান্নার ধ্বনি রুক্ষ শৈল শির
পেরিয়ে শায়েস্তা করে রৌদ্রলাল মাটির তিমির
সবুজ সুগন্ধমাখা দু'টি দৈত্যহাতি।

আমাদের দুজনার গল্প মনে পড়ে
সেই চোখ সেই চুল রেবা নদী তীরে যে কখন
বৃষ্টির কুয়াশা থেকে ইলিশের পাখনাকটি ঝরে
মালবিকা স্মৃতি নিয়ে গড়ে ওঠে দেওদার বন।

বৃষ্টি। আর শব্দ শুনি এদিকে দৈবাৎ
মাটিতে, স্মৃতির নীচে শংখচূড় সাপ
দূর্বা ঘাসের শীর্ষ নিয়মিত পাসতানো তাস
গলিত মোমের মত ভেঙে পড়ে আষাঢ়ে আকাশ,

দু'চোখ মেললে দেখি, পৃথিবীর বয়স এখন
গহন পাণ্ডুর মুখো গাছগুলি গণিতের সাত
ঘনানো ব্যথার নীচে আমাদের ব্যস্ত যাতায়াত
ময়ুরী পেখমে শুধু মুড়ে আছে সমগ্র বভুন।

বাজার

সেদিন কুয়াসা ছিলো আশ্বিনের রঙ ছিলো মাঠে
কিন্তু আলোর কণা এত তীব্র উৎসাহী ছিলো না
যেওনা যেওনা হেঁটে অস্থির শীতের জিভ ছুঁয়েছে চৌকাঠে
নক্ষত্র পল্লীর মত ঠোঁটে ঠোঁটে বেজে ওঠে বীণা
এখন সংকটকাল, পত্র শুষ্ক হিমস্পর্শে প্রজ্জ্বলিত চিতা
এখন প্রান্ত শীতে খোলা গায়ে মাঠে আর হেঁটোনা সুমিতা।

তোমরা কেমন যেন আজকাল হাওয়া যেন উন্মত্ত স্বাধীন
ইচ্ছামত খেলা করে টেবিলের ফুলদানি ঘিরে
আমার বুকের অংশে কিংবা সখের ফুল পায়ে চেপে ধরে
হর্সটেল বড় বেশী নৃত্য পটিয়সী, কফিনের পর কফিন
মাড়িয়ে চলে সাম্প্রতিক পণ্যভরা বিরাট বাজারে,

কেননা বাজার শূন্য হয় না কখনো বারে বার
অনেক পুরোনো স্মৃতি, রাজনীতি, মতামত নষ্ট হতে পারে
অনেক চিলের ডানা ভারী হয়ে ঝুঁকে পড়ে ভূত্বকের মত
তবু শত পরিবর্তনে ও টাটকা সবুজ থাকে পৃথিবীর
প্রতিটি বাজার ;
যৌবন ফুরোয় না ত বাজারের সাহচর্য সৌন্দর্য মতে।

রাত আড়াইটার গল্প

শিয়রে মুর্ছিত জ্যোৎস্না ষোলকলা চাঁদের প্লাবন।

উৎসাহ জাগে না আর শীতকালে খেজুরের রসে
পাখীগুলি ফিরে আসে অপরাহ্নে যত আয়োজন
অদৃশ্য ছায়ার মত কায়াহীন মৃতরেখা ভগ্নাংশ কষে
স্রোতে ভেসে যায় ফুল দীর্ঘতম পথের যন্ত্রণা।

এখনো শুক্লপক্ষে প্রতিমাসে মাত্র একবার
অসংখ্য ষ্টলে ষ্টলে জমা হয় পৃথিবীর উৎকৃষ্ট সুন্দরী
পুতুল ফ্লাওয়ার ভাস কবিতার বই থেকে শেষে মনচুরি
কোথায় প্রচণ্ড কান্না, খুরম বিহনে কাঁদে সে মীণাবাজার।

তাজমহলের একটা পিক্ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে
ঘুমুতে পারিনি আজ রাত নটা থেকে আড়াইটা অবধি
আমার বিরুদ্ধে কারা যেন জোর ষড়যন্ত্র চালিয়েছে
আমাকে মৃতঞ্জন বাঁধবার জন্যে শোনা গেছে নির্মম ঘোষণা।
জ্যোৎস্না, তাজমহল অপহৃত সৌন্দর্যের সঞ্চিত সমাধি।

বেদনার উৎস থেকে

চতুর্দিক খুঁজে ছাখো কোথা আছে নন্দন কানন
বাতাসে ঢেউয়ের মত কি এক শব্দ খেলা করে
প্রাচীন দুঃখের স্মৃতি, কিংবা কোনও ময়ূরী চত্বরে
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ মৌগাছ বিছিয়েছে অতর্কিতে কখন
নিজস্ব ব্যথার আর্তি, হাওড়া ব্রীজের নীচে গোলাপের
মূর্ছিত আত্মহনন, ওকে আজ নিয়ে চলো অতঃপর
কঠিন উৎসাহে ঠিক খুলে যাবে প্রার্থিত শ্রমের
তৃষ্ণা, নির্বাধ আলোর স্রোতে ভরে দেবো লাসকাটা ঘর।

বলোনা প্রাচীন বৃক্ষ আর কোন-ও কাহিনী বলোনা
কবিতা সংগীত গোলাপ অথবা নির্দিষ্ট যন্ত্রের লহরা
উচ্ছ্বসিত ব্যথা এনে দেয়, বিকেলের হরিণাভ যন্ত্রণার সোনা
বাগানের শোভা হয়ে ফোটে, বিশাল ভোগের মুখে কলস্বরা
নদীটির রামধনুতীর অন্ধকারে খুলে দেয় বৃষ্টির নূপুর
আজো যেন গল্প শুনি, খোয়া গেছে সেই কোহিনুর।

প্রখর গ্রীষ্মের দিনে

প্রখর গ্রীষ্মের দিনে ভেসে ওঠে সব কটি দাহ।

পাহাড়ের চুড়ো ছুঁয়ে উড়ে গেলে দুপুরের চিল
পিপাসার গর্বিত রচনায় বনভূমি আর্ত সচকিত
তীব্র হাহাকারে জ্বলে ওঠে স্মরণীয় ক্ষত চিহ্নগুলি,
তখন আকাশ থাকে তেলে কষা মাছের সামিল।

লতাপাতা ঘরবাড়ী পাথরের চক্রান্ত সংগীত
তামাম রাত্রিকে হাঁক দেয় দুপুরের রূপোর আধুলি
হিজল গাছের ডালে শব্দ করে দারুণ প্রবাহ।

দুপুর গড়িয়ে গেলে জীবন নির্জন থাকে বরং
আবার দুপুর এলে ব্যথা করে জীবনের সবকটি রঙ
শালুক ফুলের মত মাথা নাড়ে উজ্জ্বল হাঁসুলি
তীব্র হাহাকারে জ্বলে ওঠে স্মরণীয় ক্ষত চিহ্নগুলি।

নাক্ষত্রিক

যে প্রেমে আগুন জ্বলে বেলুনের ফুল আরো দীর্ঘতর হয়
কাঁচ মেয়েটির মত চতুর্দিক ঢেকে ফেলে পলাশের লাল
সুনির্দিষ্ট জ্বরের দুপুরে, সে প্রেমের কথা কবে শোনাবে সুমিতা।

জীবনটা বড় বেশী দীর্ঘ মনে হয়
বাড়ীর রকের থেকে বারেবার ভাঙে গড়ে অর্থহীন যত আয়োজন
মনের সমস্ত ইচ্ছা মরুভূমি হলে পুড়ে যায় শ্যাম বৃন্দাবন।

তবুও বৃষ্টির উল্লাসে নাচে বৈদ্যুতিক সফেন শহর
ক্রমশঃ বৃষ্টির ছাঁট চুলে চোখে মুখে
অনিকেত তীব্রতর বুকের মিনারে ;
প্রিকলি পীয়ার, প্রিকলি পীয়ার, প্রিকলি পীয়ার
আমার বুকের রক্ত শিউলি ফুলের ঝরা শোভিত অঞ্জলি
আমার প্রতিমা কে কে দূরে কাছে দৃশ্যমান স্বপ্নের অতীত
শুধু তার চিবুকের তৃষ্ণাগুলি, চুলগুলি, কথাগুলি

মৃত সঞ্জীবনী যেন ভাসিছে তিমিরে।

কেলেঘাই নদীতে কিছুক্ষণ

দু'তীরে রয়েছে পূর্ণ সবুজের দিব্য প্রতিশ্রুতি
বয়াল গাছের নীচে লাল সাদা রঙের বিশ্রাম
ইঁটের বোঝাই নৌকো প্রাসাদের গর্বিত দ্যুতি
চমৎকার বয়ে যায় মুছে দিয়ে শ্রাবণের ঘাম।

আমাকে মানুষ করো হে আকাশ, একান্ত গ্রামীণ
পদাবলী কবিগান এবং বাগানের লালিত তরমুজে
দেখবো অমোঘ আলো, প্রাণের তুহিন
স্পর্শে তোরণ দেখাবে উদ্ভাসিত মাঠের সবুজে।

বিকেল গড়িয়ে আসে, বাতাসের স্নেহশীল স্বাদ
পৃথিবীর মুখ মুছে দেয়, মিশরের হ্যাণ্ডলুম
ফ্যাক্টরীর মেয়েটির মত জেগে রয় জলের প্রবাদ
দুচোখ জড়িয়ে নামে অনাবিল ঘুমের কুসুম।

রাত্রির ছড়া

ঝিঁঝিঁর কোরাসে রাত্রি ঘনালো শব্দময়
বাদুড়ের ডানা পেয়ারার ডালে মন্দ না
বুকের গভীরে মসৃণ হল কি সংগীত
শুকনো চিবুকে আঙুলের ঘন মূর্ছনা।

আকাশের সভা মুখরিত হল নিক্কনে
পৃথিবীর বুকে কান্নার রোলে থ্র্ম্বসিস্
টবের ডালিয়া দিগন্তে নীলে বিম্বিত
সপ্তর্ষির আলো জ্বলে কেন অহর্নিশ।

বুকের দরোজা খুলে যেতে চায় নির্জনে
সমগ্র বুকে রাতের রুধির চিহ্নিত
খড়্গের শিরে জোনাকিরা শোভে সম্মানে
স্মৃতির রকেটে পান্নার মালা লম্বিত।

দীঘা : লাবণ্যকে

শব্দহীন লঘুপায়ে কুসুমিত কল্পিত ঝুমুর
চলে যাও। না না যেওনা কমলা রোদ বিকেলটা ঢেলে
বকের ডানার চিঠি তুলে নাও কান্না ঝরা সুর।
বেহায়া ইচ্ছা জাগে : দু'একটি টুসকি দিই গালের আপেলে।

কিংবা চলো আমরা নক্ষত্রের গান শুনি হাওয়ার ভেতরে
যে সবুজ লালিত রয়েছে মেঘমন্দ্রে সরল রেখায়
বড় নীল আকাশের বুক, এইখানে লুব্ধ বালুচরে
জলে ধোয়া রেশমী ঝিনুক শাঁখ সাদা চিলের মেলায়।

না না চলে যেওনা, আকাশের নীল ছুঁয়ে অজস্র চিল
বালুর চাদরে বসো, একটা গানের কলি উভয়কে ঘিরে
শীতল নদীর মত সম্প্রীতি ছড়াবে পেঁজা পেঁজা তুলোর মিছিল।

আর একটু সরে বসো। আরো কাছে এসো তুমি বুকের গভীরে!

বনস্পতি : বিবেকানন্দ

সবুজ আলোর লগ্নে আজো হাসে চম্পার আকাশ
অথচ অজস্র মেঘ সমাচ্ছন্ন শব্দের কল্পিত বিরামে
চৌদিকে বিপুল রাত্রি। তবু-ও রোদের চিন্তা কচি কচি ঘাস
তরল তৃপ্তির বন্যা রিম্ ঝিম্ বৃষ্টি ঝরে প্রাণের জংগমে।

পায়রা চক্কর আছে ডালিম সান্ত্বনা জাগে আমার আত্মায়
নিহিত শক্তির বীজ উচ্চকিত নীল চোখ মেলে
শেকড়ে শিরায় গাছের বিদ্যুত, সমুৎপন্ন বোধির খেয়ায়
গংগোত্রী প্রবাহ আসে ঝরা পাতা, বাঁশঝাড় ঠেলে।

কি এক হরিণ দু'্যতি জিভ্ ছুঁয়ে চেতনার সংকীর্ণ সীমায়
আমি আজো জেগে আছি সর্বরিক্ত সম্পদের দুর্লভ ফেনায়।

আলো আমার

পৃথিবীকে দেখবো বলে চোখ মেলে চাইতেই দেখি
সরলরেখার মত অবিরাম দীর্ঘ বনভূমি
শিশুর আহ্লাদে শান্ত, হিজিবিজি যতো লেখালেখি
পেরিয়ে কেবল অরণ্য নয়, বিপুল অরণ্যসহ রোদে রঙে,
উচ্ছ্বসিত তুমি

তোমাকে যখন দেখি মনে হয় তুমি এক আলোর মন্দিরা
বারবার ভেঙে পড়ো ঝর্ণাতে হাসির আওয়াজে
তোমার হাসির শব্দে আমি কাঁপি, হৃদয়ের হীরা
সর্বদা উপচে পড়ে হাসিতে তোমার,
প্রতিটি অক্ষর যেন ঝরে, জ্বলে হৃদয়ের ভাঁজে।

তোমার আকাশী চোখে নীল নীল ঘন গভীরতা
আমাকে নামায় স্বপ্নে, শোনো একাদশী
বার বার মেপে চলি হৃদয়ের মাণিক্য-মুকুতা
যদিও হাঙর দাঁত রক্ত মাগে হৃদপদ্মে বসি।

হৃদয় সমুদ্র হল মানুষের প্রজ্ঞার নিয়মে
তুমি তার প্রতিমূর্তি, যদিও কৃপণ বড় মেয়েদের মন,
কৃষ্ণ কোকিল খোলাচুলে বহুদিন বহুহিম গেছে জমে
কেননা ভেঙেছ তুমি কালোমেঘ, আঁধার গহন।

তোমাকে দেখলে তাই আকাশ সমুদ্র বনভূমি
আলোর মন্দিরাসহ নৃত্য-গীতে উচ্ছ্বসিত হয়
কেননা, সুরের সংগে বাঁধা আছে তোমার হৃদয়।
সহসা পীড়িত ঠোঁটে সঞ্জীবনী ভরে দাও তুমি
মরুভূমি ঝলসিত জীবন আমার।